ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-V, May, 2026, Page No. 2072-2085
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.05W.468

প্রান্তিক প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের বাংলা পঠন-দক্ষতার চ্যালেঞ্জ: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ভাষাগত প্রেক্ষাপটে এক উন্নয়নমূলক অনুসন্ধান

ড. দুর্লভ শীল, *স্বাধীন গবেষক, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.05.2026; Accepted: 27.05.2026; Available online: 31.05.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Acquiring Bengali reading skills at the primary level forms the very foundation of a student's future academic life. However, in the context of several government-aided primary schools in Dakshin Dinajpur district, it is observed that many students coming from marginalised social backgrounds and weak economic environments face various challenges in reading Bengali. The primary objective of this small-scale developmental research is to identify the existing challenges in acquiring Bengali reading-skills and to explore potential solutions.

Since there is a gap between the regional dialect and standard Bengali, students who are otherwise fluent in their regional language often hesitate to speak standard Bengali in the classroom. This linguistic difference impacts primary student's reading fluency and comprehension. The twenty-first-century multilingual environment expands vocabulary and aids reading acquisition, yet creates potential linguistic confusion. The culture of migrant labor in the region and the lack of educational support from families further complicate this process. However, observations also reveal that providing simple explanation during teaching using the regional dialect, significantly increases their attention, participation, and comprehension of the lesson.

Through interviews conducted with a limited number of teachers selected via the 'purposive sampling' method, the researcher's classroom observations, it has emerged that linguistic gaps are closely linked with the social realities and the multilingual environment of the current century. The application of language-sensitive and child-centric teaching methods at the primary level can play a crucial role in improving Bengali reading skills.

Keywords: Regional Bengali, Reading-skills, Marginalized Students, Multilingualism

শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল ব্যক্তিসত্তার বিকাশ, জ্ঞানচর্চার সক্ষমতা অর্জন এবং সমাজজীবনে কার্যকর অংশগ্রহণের উপযোগিতা তৈরি করা। এই উদ্দেশ্য পূরণে পঠন-দক্ষতা একটি মৌলিক উপাদান; কারণ পাঠের মাধ্যমেই শিক্ষার্থী জ্ঞান আহরণ, চিন্তন, আত্মপ্রকাশ এবং সামাজিক ক্ষমতা অর্জন করে। আর এই পঠন-দক্ষতা বিকাশে মাতৃভাষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে ব্যবহৃত ভাষাই তার প্রাথমিক চিন্তা ও অভিজ্ঞতার বাহন হিসেবে কাজ করে। ফলে বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত ভাষা যদি শিক্ষার্থীর বাড়িতে ব্যবহৃত ভাষা থেকে ভিন্ন হয়, তবে পাঠগ্রহণ ও অনুধাবনের ক্ষেত্রে নানা জটিলতা তৈরি হতে পারে।

ভারতের মতো বহুভাষিক দেশে ভাষাগত বৈচিত্র্য কেবল ভিন্ন ভাষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং একই ভাষার অভ্যন্তরীণ আঞ্চলিক রূপভেদেও তা প্রবলভাবে বিদ্যমান। যেমন, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ভাষাগত পরিমণ্ডল অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। ২০১১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনা অনুযায়ী, এই জেলার অধিকাংশ মানুষ বাংলাভাষী হলেও সাঁওতালি, কুরুখ, সাদরি ও হিন্দিভাষী জনগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি রয়েছে। পাশাপাশি কৈবর্ত, মাহিষ্য, পালিয়া, রাজবংশী, আদিবাসী ও মুসলিম সহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর দীর্ঘকালীন সহাবস্থান এবং দেশভাগ-পরবর্তী জনবিন্যাস এই জেলার ভাষাগত কাঠামোকে আরও জটিল ও বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে। এই জেলার ভাষা মূলত বরেন্দ্রী উপভাষার অন্তর্গত হলেও সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণে এর মধ্যে নানা রূপগত ও উচ্চারণগত বৈচিত্র্য গড়ে উঠেছে।

Figure 1 Study area of Dakshin Dinajpur district showing 8 Blocks

বিদ্যালয়ের পাঠদানে সাধারণত 'মান্য বাংলা' ব্যবহার করা হলেও অধিকাংশ শিক্ষার্থীর পারিবারিক ভাষা আঞ্চলিক রূপভিত্তিক। ফলে শিক্ষার্থীর বাড়ির ভাষা ও বিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক ভাষার মধ্যে একটি সুস্পষ্ট ব্যবধান তৈরি হয়, যাকে সমাজবিজ্ঞানের পরিভাষায় 'দ্বিবাচন' (Diglossia) বলা হয়। এই ভাষাগত বৈসাদৃশ্য অনেক সময় শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ, শব্দচয়ন এবং সাবলীল পাঠক্ষমতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বিশেষত প্রান্তিক সামাজিক ও শিক্ষাগত পরিবেশ থেকে আগত শিক্ষার্থীদের এই সমস্যা আরও প্রকট হয়ে ওঠে এবং তাদের পঠন-দক্ষতা অর্জনের পথে এক অদৃশ্য অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, ভাষাগত বৈচিত্র্য যেমন শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক পরিচয়কে সমৃদ্ধ করে, তেমনই সঠিক পরিকল্পনার অভাবে তা শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি অন্তর্নিহিত স্তরবিন্যাসও তৈরি করতে পারে। এই স্তরবিন্যাস দূর করার লক্ষ্যেই জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-তে (NEP 2020) প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, কারণ স্থানীয় ভাষায় পাঠদান শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করে, পাঠ সহজে বোধগম্য হয়, যা প্রকারান্তরে তাদের শিক্ষাগত সাফল্যকে ত্বরান্বিত করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে প্রকাশিত নীতি আয়োগের প্রতিবেদনেও শিক্ষার্থীদের বাস্তব পঠন-দক্ষতা, ভাষাগত বৈষম্য এবং foundational literacy-র ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাগুলিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে

আবার শিক্ষার্থীরা যদি 'মান্য ভাষা'য় দক্ষতা অর্জন করতে না পারে তাহলেও ভবিষ্যতে তাদের নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। কারণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ, চিন্তন, প্রকাশ সহ সমস্ত স্তরেই 'মান্য ভাষা'র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মৃণাল নাথ 'ভাষা-পরিকল্পনার তত্ত্ব ও তথ্য' আলোচনা প্রসঙ্গে গারভিন এবং মাথিয়ো উল্লিখিত মান্যভাষার যে চারটি ভূমিকা (একীকরণ, বিভাজন, মর্যাদা, প্রামাণিক) নিয়ে আলোচনা করেছেন, সেই

আলোচনাই স্পষ্ট করে তোলে একজন শিক্ষার্থীর মান্য ভাষা শেখা কতটা প্রয়োজন। এই দ্বান্দ্বিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সরকার-পোষিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের পঠন-দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ও মান্য বাংলার ব্যবধান কী ধরনের ভাষাগত চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করছে, তা অনুধাবন করা প্রয়োজন। মূলত গবেষকের দীর্ঘ পাঁচ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা, শিক্ষাক্ষেত্রে বাস্তব পর্যবেক্ষণ এবং সীমিত পরিসরে মতবিনিময়ের ভিত্তিতেই বর্তমান প্রবন্ধে সেই সমস্যার ভাষাগত দিকগুলি বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: বিগত পাঁচ বছরের শিক্ষকতা অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, জেলার প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের শিখন-অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায় হলো যথাযথ পঠন-দক্ষতার অভাব। পারিবারিক অসচেতনতা, প্রতিকূল আর্থ-সামাজির পরিস্থিতি, বহুভাষিক ও দ্বিভাষিক পরিবেশে শিক্ষার্থীরা বেড়ে ওঠার ফলে তাদের শেখার গতি ও বিকাশের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। ফলে একই শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দক্ষতার বিভিন্ন স্তর সৃষ্টি হয়, যা যথাযথ পঠন-দক্ষতা ছাড়া অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন। অন্যথায়, শিক্ষার্থীরা ক্রমে মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার ঝুঁকিতে থাকে।

এই বাস্তব সংকট নিরসনের জন্য জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র ৫.১২, ৫.১৫ এবং ১৭ নং ধারার আলোকে বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্যগুলি স্থির করা হয়েছে:

(ক) বাধা চিহ্নিতকরণ: জেলার প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের পঠন-দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রধান ভাষাগত ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতাগুলি চিহ্নিত করা।

(খ) ভাষাগত ব্যবধান বিশ্লেষণ: 'আঞ্চলিক বাংলা' ও 'মান্য বাংলা'র কাঠামোগত বৈসাদৃশ্য কিভাবে শিক্ষার্থীদের পঠন-দক্ষতা অর্জনের গতিকে প্রভাবিত করছে তা অনুসন্ধান করা।

(গ) সেতুবন্ধন ও কৌশল নির্ধারণ: শ্রেণিকক্ষে মান্য ও আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সেতুবন্ধন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের পঠন-স্বাচ্ছন্দ্য ও আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার কৌশল উদ্ভাবন করা।

(ঘ) অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ: ভাষাগত বৈচিত্র্যকে বাধা হিসেবে না দেখে একে সাংস্কৃতিক সম্পদ হিসেবে ব্যবহারের মাধ্যমে একটি সহায়ক ও কার্যকর শিখন-পরিবেশ গড়ে তোলা।

এই অনুসন্ধান মূলত শিক্ষক-অভিজ্ঞতা এবং বাস্তব পর্যবেক্ষণের মেলবন্ধনে বহুভাষিক শ্রেণিকক্ষের জটিলতা দূরীকরণে একটি দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করবে।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা: এই গবেষণাটি পরিসংখ্যানভিত্তিক সর্বজনীন সিদ্ধান্ত প্রদানের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়নি; বরং বাংলা বিষয়ের পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে স্থানীয় ভাষাগত প্রেক্ষাপটে শিক্ষার্থীদের পঠন-দক্ষতা অর্জনে যে সব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয় এবং সেগুলি অতিক্রম করে কিভাবে শিক্ষার্থীদের পঠন-দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো যেতে পারে, তার অনুসন্ধানমূলক বিশ্লেষণের প্রয়াস হিসেবে গৃহীত হয়েছে। গবেষণাটি সীমিত সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা ও গবেষকের শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ এবং শিক্ষকতা-অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরিচালিত। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের মৌখিক সম্মতি গ্রহণ করা হয়েছে এবং তাঁদের ব্যক্তিগত পরিচয় গোপন রাখা হয়েছে। সমস্ত তথ্য বিদ্যালয়ের পাঠদান সময়ের বাইরে সংগ্রহ করার জন্য গবেষণায় ব্যবহৃত গুণগত উপাত্তের একটি অংশ অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণনির্ভর, যা গবেষণার পরিসর ও ফলাফলের সাধারণীকরণে কিছু সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করতে পারে।

গবেষণার কাঠামো: বর্তমান গবেষণায় অনুমাণ করা হয়েছে যে, শিক্ষার্থীদের বাড়িতে ব্যবহৃত ভাষা এবং বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত মান্য ভাষার মধ্যে যে ভাষাগত ব্যবধান আছে তা বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনকে প্রভাবিত করতে

পারে। এই ভাষাগত বৈসাদৃশ্য শ্রেণিকক্ষে ভাষা ব্যবহারের ধরণ, পাঠ-বোঝার প্রক্রিয়া এবং শিক্ষাদান কৌশলের মাধ্যমে প্রকাশ পায়, যা শেষ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বাংলা পঠন-দক্ষতায় প্রভাব ফেলে। একই সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক উপাদানও এই প্রক্রিয়াকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

ভাষাগত বৈসাদৃশ্য (আঞ্চলিক উপভাষা <—> মান্যভাষা)
↓
শ্রেণিকক্ষে ভাষার ব্যবহার ও পাঠদান কৌশল
↓
বাংলা পঠন-দক্ষতা

- **প্রেক্ষাপটগত উপাদান:**
  - সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমি
  - প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী
  - পরিযায়ী শ্রমজীবী পরিবার
  - বিদ্যালয়ের ভাষা পরিবেশ
  - বিদ্যালয়-বহির্ভূত ভাষাগত পরিবেশ

সাহিত্য পর্যালোচনা: বর্তমান গবেষণাটি পরিচালনার ক্ষেত্রে পঠন-দক্ষতা, ভিত্তিমূলক সাক্ষরতা এবং বহুভাষিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণাপত্র, নীতি-নথি ও সমীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়েছে ASER (2024) রিপোর্ট, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ এবং রাজ্য শিক্ষানীতি ২০২৩। এছাড়াও আন্তর্জাতিক গবেষণা পত্রিকা IJCRT.org-এ ডিসেম্বর-২০২৫-এ প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান সম্পর্কিত গবেষণা এবং IJRSR-এ অক্টোবর-২০২৫-এ প্রকাশিত প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের ভাষাগত চ্যালেঞ্জ বিষয়ক গবেষণাপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে শ্রেণিকক্ষে বহুভাষিকতা সম্পর্কিত TESS-India-এর কেস স্টাডিও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত নীতি আয়োগের 'School Education System in India: Temporal Analysis and Policy Roadmap for Quality Enhancement' (মে, ২০২৬) নামক প্রতিবেদনটিও পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই সমস্ত গবেষণা ও নথিপত্র পর্যালোচনার মাধ্যমে বর্তমান গবেষণার বিষয়, প্রেক্ষাপট ও পরিসর নির্ধারণ করা হয়েছে।

UDISE+ ২০২৩-২৪ প্রতিবেদন অনুয়ায়ী পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক এবং উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে ড্রপআউটের হার শূন্য শতাংশে পৌঁছেছে, যা একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য। একইভাবে, প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের উদ্যোগে প্রকাশিত 'Status of Foundational Literacy and Numeracy Index' (2021) শীর্ষক প্রতিবেদনে ভারতের বড় রাজ্যগুলির মধ্যে 'অন্তত শব্দ পাঠ করতে সক্ষম' শিক্ষার্থীর হারের বিচারে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম স্থান অধিকার করেছে (রাজ্য শিক্ষানীতি ২০২৩, ধারা ১.৩.২)। তবে ASER (2024) সমীক্ষায় দেখা যায়, ভারতবর্ষে পঞ্চম শ্রেণির প্রায় ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থী দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠ্যবই সাবলীলভাবে পড়তে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে, আট বছর বা তার বেশি বয়সের শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায় ৬৭.৩ শতাংশ অন্তত শব্দ পাঠ করতে পারে। অর্থাৎ এখনও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী ন্যূনতম পাঠ-দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি। তাছাড়া 'কেবল শব্দ পড়তে পারা' এবং 'সাবলীল পঠন-দক্ষতা' অর্জনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত নীতি আয়োগের রিপোর্টে দেখানো হয়েছে যে, প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উত্তরণের পথে বহু শিক্ষার্থী শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন হয়ে পড়ছে। এর পেছনে একাধিক

কারণ থাকলেও বহুভাষিক এবং দ্বিভাষিক পরিবেশে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে উপযুক্ত ভাষাগত সহায়তার অভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এর ২.২ ধারায় ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি শিশুর ভিত্তিমূলক সাক্ষরতা ও সংখ্যাজ্ঞান (FLN) নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে ভিত্তিমূলক সাক্ষরতা অর্জনের সঙ্গে পঠন-দক্ষতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় শিক্ষার্থীদের পঠন-দক্ষতার বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে FLN-এর লক্ষ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় ভাষাগত ও সামাজিক প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় রেখে আরও কার্যকর শিক্ষণ-কৌশল অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। বিশেষত প্রান্তিক ও বহুভাষিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের পঠন-দক্ষতা উন্নয়নে ভাষাগত বৈচিত্র্য কিভাবে প্রভাব ফেলে, তা বিশ্লেষণ করা জরুরি।

গবেষণা পদ্ধতি: বর্তমান গবেষণাটি মূলত গুণগত (Qualitative) এবং অনুসন্ধানমূলক (Exploratory) প্রকৃতির একটি ক্ষুদ্র পরিসরের কাজ। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যমূলক নমুনা নির্বাচন পদ্ধতি (Purposive Sampling) অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণার একক হিসেবে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন ব্লকের অন্তর্গত কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষক-শিক্ষিকাকে মৌখিক সম্মতির ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়েছে (পরিশিষ্ট -২)।

উপাত্ত সংগ্রহের প্রাথমিক সরঞ্জাম (Tool) হিসেবে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যমূলক ক্ষুদ্র কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-১)। এছাড়াও টেলিফোনিক আলোচনার মাধ্যমে প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষকের নিজস্ব পাঁচ বছরের শ্রেণিকক্ষ-অভিজ্ঞতাকেও সহায়ক গুণগত উপাত্ত হিসেবে এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণের জন্য মূলত বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Descriptive Analysis) প্রয়োগ করা হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের মতামত, পর্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভাষাগত বৈসাদৃশ্যের প্রভাব এবং সম্ভাব্য সমাধানের উপায় অনুসন্ধান করা হয়েছে।

এই গবেষণায় 'প্রান্তিক শিক্ষার্থী' বলতে মূলত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ভাষাগতভাবে অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে থাকা পরিবার থেকে আগত শিক্ষার্থীদের বোঝানো হয়েছে; যাদের মধ্যে প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী এবং পরিযায়ী শ্রমজীবী পরিবারের সন্তানদের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য।

উপাত্ত বিশ্লেষণ ও ফলাফল: উপাত্ত বিশ্লেষণে নিম্নলিখিত দিকগুলো বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

(ক) শিক্ষার্থীদের পঠন-দক্ষতার অবস্থা: গবেষণায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মতামত অনুযায়ী দেখা যায় যে শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত মান্য বাংলা শব্দ অনেক সময় শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ বোধগম্য হয় না। উদাহরণস্বরূপ, কুশমণ্ডি ব্লকের একজন শিক্ষক জানান যে শ্রেণিকক্ষে 'উনান' শব্দটির অর্থ প্রথমে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারেনি। পরে তিনি যখন শিক্ষার্থীদের পরিচিত ভাষায় বিষয়টি বুঝিয়ে দেন তখন শিক্ষার্থীরা এর সমার্থক শব্দ হিসেবে 'চুলা' শব্দটি উল্লেখ করে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের অর্থবোধ স্পষ্ট হয় এবং একই সঙ্গে তাদের মান্য বাংলার একটি নতুন শব্দের সাথে পরিচিতি ঘটে। একইভাবে স্থানীয় প্রেক্ষাপটে জার্ (ঠাণ্ডা), ডিমা (ডিম), ময়া মাছ (মৌরালা মাছ), গোছোল (স্নান) প্রভৃতি শব্দের অর্থ প্রান্তিক শিক্ষার্থীরা মান্যভাষার শব্দের চেয়েও বেশি দ্রুত হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

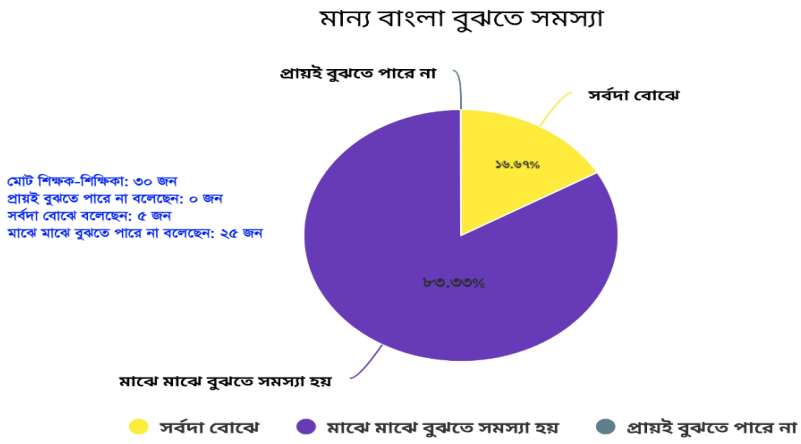

পঠন দক্ষতায় প্রধান বাধা হিসেবে উচ্চারণ, অর্থবোধ এবং যুক্তবর্ণ শনাক্তকরণের সমস্যা উঠে এসেছে। সংগৃহীত উপাত্ত অনুযায়ী:

- প্রায় ৩৭ শতাংশ অংশগ্রহণকারী মনে করেন, তাঁদের বিদ্যালয়ে মাত্র ২৫-৫০ শতাংশ শিক্ষার্থী শ্রেণি উপযোগী মান্য বাংলা সাবলীলভাবে পড়তে সক্ষম।
- প্রায় ৩৩ শতাংশ অংশগ্রহণকারী জানান, তাঁদের বিদ্যালয়ে এই হার ৫০-৭৫ শতাংশ।
- আবার প্রায় ৩০ শতাংশ অংশগ্রহণকারী মনে করেন, তাঁদের বিদ্যালয়ে ৭৫ শতাংশের বেশি শিক্ষার্থী সাবলীলভাবে মান্য বাংলা পড়তে পারে।

অর্থাৎ, একটি শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ এখনও শ্রেণি-উপযোগী কাঙ্ক্ষিত পঠন-দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি।

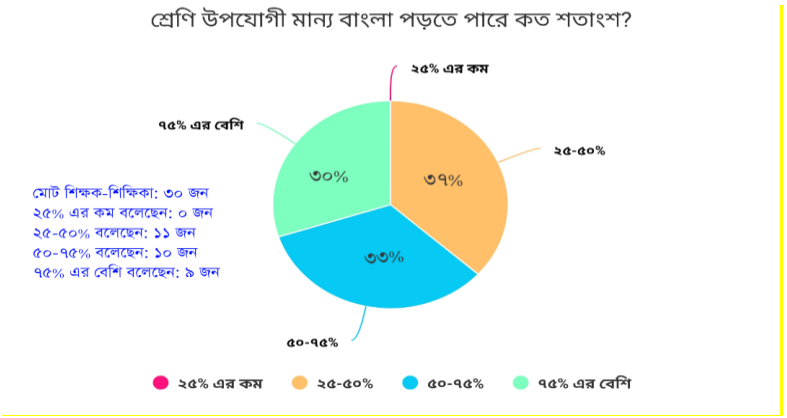

(খ) বিদ্যালয়ের ভাষার সঙ্গে বাড়িতে ব্যবহৃত ভাষার পার্থক্য: সংগৃহীত উপাত্তের ভিত্তিতে দেখা যায় যে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকা মনে করেন আঞ্চলিক ভাষার সাথে মান্য ভাষার ভাষাগত ব্যবধান পঠন-দক্ষতায় কম-বেশি প্রভাব ফেলেই। অংশগ্রহণকারীদের অনেকেই লক্ষ্য করেছেন যে, শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে কথোপকথনের সময় আঞ্চলিক ভাষায় অধিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে; কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে কথা বলার সময় তারা সাধারণত মান্য বাংলা ব্যবহার করার চেষ্টা করে। এই রকম পরিস্থিতিতে অনেক ক্ষেত্রে তারা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথা বললেও তাদের কথায় সাবলীলতার অভাব দেখা যায় এবং মনের ভাব স্পষ্ট প্রকাশ করতে অসুবিধা হয়।

শ্রেণিকক্ষে আঞ্চলিক শব্দের/ভাষার ব্যবহার বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। তবে সামগ্রিকভাবে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতার স্বার্থে অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রয়োজন ও পরিস্থিতি বুঝে আঞ্চলিক শব্দ/ভাষার সীমিত ও কৌশলগত ব্যবহার করেন, যা ইতিবাচক ফল দেয়।

(গ) শিক্ষার্থীদের সামাজিক ও ভাষিক প্রেক্ষাপট: সংগৃহীত উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিদ্যালয়গুলিতে প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীর হার (০-৫০%) এবং আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীর হার (৫০-৯০%) অত্যন্ত প্রকট। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিদ্যালয়গুলি অধিকাংশই গ্রামীন এলাকায় অবস্থিত। মাত্র ৪টি বিদ্যালয় গ্রামাঞ্চলের বাইরে অবস্থিত। এছাড়াও দেখা গেছে যে দু-একটি বিদ্যালয় বাদে প্রায় সব বিদ্যালয়েই কম-বেশি পরিযায়ী শ্রমজীবী পরিবারের সন্তান আছে; যাদের শিক্ষাজীবনে অনিয়মিত উপস্থিতি এবং ভাষাগত পরিবেশের পরিবর্তন প্রভাব ফেলতে পারে। একই সঙ্গে এটাও সত্য যে বর্তমান সময়ের শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যালয়ের বাইরের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে শব্দ আত্মস্থ করছে। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষার্থীদের শব্দভাণ্ডারে 'পিজ্জা', 'ড্রোন' বা 'ফ্রি ফায়ার'-এর মতো শব্দ রয়েছে।

বিদ্যালয়ের অবস্থান

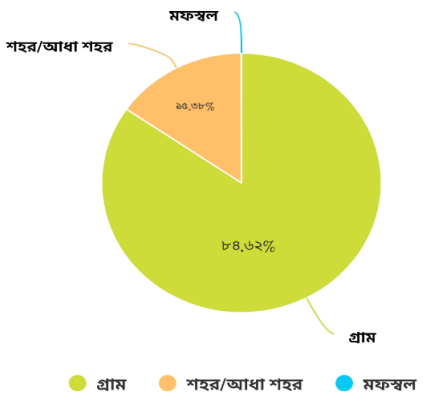

এই সামাজিক ও ভাষিক প্রেক্ষাপটকে আরও স্পষ্টভাবে বোঝার জন্য গবেষকের শ্রেণিকক্ষ অভিজ্ঞতার একটি পর্যবেক্ষণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। দু'টি পরিযায়ী শ্রমজীবী পরিবারে দুই শিক্ষার্থী প্রথম শ্রেণি থেকে বিদ্যালয়ে ভর্তি থাকলেও পারিবারিক কারণে দীর্ঘদিন পরিবারের সঙ্গেই ভিন্-রাজ্যে অবস্থান করায় নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে পারেনি। পরবর্তীতে তৃতীয় শ্রেণি থেকে তারা বিদ্যালয়ে আসা শুরু করে। সহপাঠীদের সঙ্গে তারা আঞ্চলিক ভাষায় সাবলীলভাবে কথা বলতে পারলেও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে মান্য বাংলায় যোগাযোগের সময় তাদের মুখাবয়বে অনিশ্চয়তা, দ্বিধা ও অস্বস্তি স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে যখন তারা দেখে যে তার সহপাঠীরা শিক্ষকের সাথে মান্য বাংলায় সাবলীলভাবে কথা বলছে তখন তারা সংকুচিত হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রেই বোঝা যায় যে, শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত ভাষার অনেক শব্দ বা নির্দেশনা সহপাঠিদের মতো তারা দ্রুত অনুধাবন করতে পারছে না।

পরবর্তী দুই মাস ধরে গবেষক উভয় শিক্ষার্থীর প্রতি আলাদা মনোযোগ দেবার চেষ্টা করেন। অন্যান্য শিক্ষার্থীদের তুলনায় ভাষাগত সক্ষমতা ও মানসিক অবস্থাকে বিবেচনা করে ভিন্নধরণের অনুশীলনমূলক কাজ দেওয়া হয়। এর ফলে ক-শিক্ষার্থীর মধ্যে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যায়। অন্যদিকে খ-শিক্ষার্থী অনিয়মিত

উপস্থিত থাকায় একই ধরনের উন্নতি অর্জন করতে পারেনি। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অভিভাবকের অসহায়তা এক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(ঘ) পাঠদানে শিক্ষকদের কৌশল ও সীমাবদ্ধতা: সংগৃহীত উপাত্ত পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, যেসব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বাড়িতে আঞ্চলিক বা ভিন্ন ভাষায় কথা বলে, সেসব বিদ্যালয়ে মান্য বাংলা ভাষায় পাঠদান তুলনামূলকভাবে বেশি চ্যালেঞ্জপূর্ণ হয়ে ওঠে। অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকা বাংলা পাঠদানে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রযুক্তির ব্যবহার করেন এবং বাংলা পঠন-দক্ষতার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণের কথাও উল্লেখ করেছেন। তবে এই উদ্যোগগুলির প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে চাইলে অল্প সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকাই নির্দিষ্ট পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করতে পেরেছেন। যদিও শ্রেণিকক্ষে প্রয়োজন অনুযায়ী আঞ্চলিক ভাষার পরিমিত ব্যবহার যে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ও বোধগম্যতা বৃদ্ধি করে, সে বিষয়ে অধিকাংশ শিক্ষক একমত।

বর্তমান পাঠ্যপুস্তকের কার্যকারিতা ও শ্রেণিকক্ষের ছাত্রসংখ্যা সম্পর্কে একমুখী সর্বজনীন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কঠিন; কারণ অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা সীমিত এবং তাঁদের মতামতে বৈচিত্র্যই বেশি প্রতিফলিত হয়েছে। তবে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতের অসামঞ্জস্যতা, সময়ের সীমাবদ্ধতা এবং পাঠ্যবইয়ের ভাষাগত উপযোগিতা সম্পর্কিত বিবৃতিতে তুলনামূলকভাবে স্পষ্ট প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষক মনে করেন, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতের অসামঞ্জস্যতা এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সিলেবাস শেষ করার চাপের কারণে দুর্বল শিক্ষার্থীদের প্রতি আলাদা নিবিড় মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না।

অন্যদিকে পাঠ্য বইয়ের ভাষা স্থানীয় প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না— এই প্রশ্নে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষক অসম্মতি বা নিরপেক্ষ মত প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ, এতে প্রতীয়মান হয় যে পাঠ্যবইয়ের ভাষা কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের স্থানীয় ভাষাগত বাস্তবতার সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সুতরাং, এই পর্যবেক্ষণ প্রমাণ করে যে ভাষাগত বৈসাদৃশ্য এবং শ্রেণিকক্ষের কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা— উভয়ই শিক্ষার্থীদের পঠন-দক্ষতা অর্জনের পথে দ্বিমুখী বাধা তৈরি করছে।

(ঙ) শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা ও মতামত: এই সমীক্ষায় শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার দিক থেকে বৈচিত্র্যপূর্ণ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কেউ নবীন, আবার কেউ দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত। বাংলা বিষয়ক শিক্ষক-প্রশিক্ষণ সম্পর্কে জানতে চাইলে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য পাওয়া যায়। অনেকেই মনে করেন, শিক্ষকদের বাস্তব শ্রেণিকক্ষ-সমস্যাকে বিবেচনায় রেখে লক্ষ্যভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন।

অংশগ্রহণকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মতে, অনেক শিক্ষার্থী বাড়িতে ভুল উচ্চারণে পড়লেও সংশোধনের সুযোগ না থাকায় ভাষাগত ব্যবধান তৈরি হয় এবং পঠন-দক্ষতা অর্জনের প্রক্রিয়া জটিল হয়ে ওঠে। প্রাক-প্রাথমিক স্তরে ভাষাভিত্তিক প্রস্তুতির যে ঘাটতি তৈরি হয়, তা থেকে উত্তরনের জন্য শিক্ষক নিয়োগ সহ অবকাঠামোগত যে উন্নয়ন প্রয়োজন তা অনেক ক্ষেত্রেই অবহেলিত থাকে। ফলে পঠন-দক্ষতা উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাওয়া যায় না। তবে তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষার্থীদের নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতি এবং ধারাবাহিক ভাষা-চর্চাই এই সমস্যা নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

আলোচনা: 'আঞ্চলিক ভাষা', 'আঞ্চলিক উপভাষা', 'বাড়ি বা পাড়ায় ব্যবহৃত ভাষা'— যে শব্দবন্ধই ব্যবহার করা হোক না কেন, সমাজভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত মান্য ভাষার সঙ্গে এই ভাষাগুলির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে পঠন-পাঠনে ভাষাগত প্রতিবন্ধকতার প্রকৃতি চিহ্নিত করা

সম্ভব হয় এবং সেই অনুযায়ী উপযুক্ত ভাষা-পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়। সাধারণভাবে ভাষা-পরিকল্পনার প্রক্রিয়া কতগুলি ধাপের মাধ্যমে অগ্রসর হয় —

প্রথম ধাপ: সমস্যা নিরূপণ —> দ্বিতীয় ধাপ: সমস্যার কারণ নির্ধারণ —> তৃতীয় ধাপ: কারণের নিরাকরণ —> চতুর্থ ধাপ: গঠনমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

ভাষাগত সমস্যাটি ক্ষেত্রবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন রূপের হয় এবং সেই অনুযায়ী তার সমাধানের পরিকল্পনাও ভিন্ন ভিন্নই হয়। যেমন, গবেষকের পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে তৃতীয় শ্রেণির দু'জন শিক্ষার্থীর একজন বলছে 'পটি করতে যাব' এবং অন্যজন বলছে 'হাগু করতে যাব'। এখানে 'পটি' এবং 'হাগু' শব্দের ব্যবহারেই প্রতিফলন ঘটে একই এলাকার সামাজিক ও পারিবারিক প্রেক্ষাপট। আবার সদ্য বিদ্যালয়ে আসতে শুরু করা শিশু শ্রেণির বা প্রথম শ্রেণির কোনো শিক্ষার্থী যখন বলে 'হাগবা জাম্', তখন উক্ত প্রেক্ষাপটের প্রতিফলনের পাশাপাশি বয়সভেদেও যে ভাষার পার্থক্য হয়, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উচ্চ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা যদি এই ধরনের ভাষা ব্যবহার শুনে পরিহাস করে, তাহলে শিশু শিক্ষার্থীটি সংকুচিত হয়ে পড়তে পারে এবং তার মধ্যে ভাষাগত অনিরাপত্তা (Linguistic insecurity) সৃষ্টি হয়। ফলে ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীটি নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে। এই প্রেক্ষাপটে একজন শিক্ষকের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ভাষা-সংবেদনশীল হয়ে বিষয়টি চালনা করা ও ধীরে ধীরে শুদ্ধরূপ শেখানো।

বাস্তবে সামাজিক গঠন, সামাজিক স্তরভেদ, অঞ্চলভেদ, বর্ণ, লিঙ্গ, ধর্ম, অর্থনৈতিক অবস্থা, শিক্ষাগত ও পেশাগত পার্থক্যের কারণে ভাষার ব্যবহার পাল্টে যায়। আর শিশু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মেই ভাষাগত পার্থক্যগুলি আয়ত্ত করতে থাকে। গঙ্গারামপুর ব্লকের একজন শিক্ষকের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে কিছু শিক্ষার্থী পরিযায়ী পিতা-মাতার সঙ্গে ভিন্-রাজ্যে দীর্ঘদিন অবস্থান করেছে এবং সেখানকার বিদ্যালয়ে স্থানীয় ভাষা মাধ্যমে পড়াশুনা করেছে। পরবর্তীতে যখন সেই শিক্ষার্থী নিজের গ্রামের বিদ্যালয়ে এসে নতুন করে বাংলা শেখার চেষ্টা করে, তখন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের তুলনায় তার শেখার গতি বেশি থাকে। অল্প দিনের চেষ্টায় সে বর্ণ চিনতে ও পড়তেও শুরু করে। অর্থাৎ বহুভাষিক পরিবেশ অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর শেখার ক্ষমতাকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিতও করতে পারে।

মনোবিজ্ঞানী অ্যালবার্ট বান্দুরা তাঁর Social Learning Theory তে বলেছেন যে, শিশুরা কথা শুনে যতটা না শেখে তার চেয়েও বেশি শেখে দেখে। শিশুরা বড়দের আচরণ অনুকরণ করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে একজন শিশু বিদ্যালয়ে যাওয়ার আগেই আঞ্চলিক কথ্য ভাষার পাশাপাশি বেশ কিছু লিখিত ভাষার সাথেও পরিচিত হয়। যেমন – রাস্তাঘাটে চলার সময় পোস্টার, দোকানের সাইনবোর্ড, বিজ্ঞাপন, রাজনৈতিক শ্লোগান, খবরের কাগজ, দেওয়াল লিখন ইত্যাদি। এই সব উৎস থেকেও তারা ভাষা শেখে। বড়দের ব্যবহৃত ভাষা পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে শেখে কোন পরিস্থিতিতে কোন ধরনের ভাষা ব্যবহার করতে হয়। ফলে শিশুর নিজস্ব ভাণ্ডার ধীরে ধীরে নানান শব্দ ও ভাষায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

এই ক্ষেত্রে একজন শিক্ষকের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো শিক্ষার্থীদের ভাষাগত আচরণ পর্যবেক্ষণ করে বোঝা যে তারা মান্য ভাষায় কতটা সাবলীল। যত স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে শিক্ষার্থীর ভাষাগত সবলতা ও দুর্বলতা, তত উপযুক্ত কৌশল ব্যবহার করে তাদের ধীরে ধীরে মান্যভাষার ব্যবহারে দক্ষ করে তোলা যাবে। ফলে তাদের পঠন-দক্ষতার বিকাশও সহজতর হবে।

ভাষা শিখন কৌশল হিসেবে অনেক শিক্ষকই কথোপকথনকে ও গল্প বলাকে কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে গুরুত্ব দেন। এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মুখের ভাষার ভুল চিহ্নিত করে ধীরে ধীরে শুদ্ধরূপ শেখানো

সম্ভব হয়। তবে এই ধরনের শিক্ষণ প্রক্রিয়া সফলভাবে পরিচালনা করতে হলে ধ্বনির উচ্চারণ বৈচিত্র্য সম্পর্কে শিক্ষক-শিক্ষিকার পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, অনেক ক্ষেত্রে 'ষ' বর্ণটিকে 'পেট কাটা মূর্ধন্য শ' বলে চিনতে শেখানো হয়। কিন্তু 'পেট কাটা' শব্দগুচ্ছটি শিক্ষার্থীদের মনে একটি দৃশ্যমান চিত্র তৈরি করলেও বর্ণটির প্রকৃত ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয় না। ফলে পরবর্তীকালে উচ্চারণ ও বানান উভয় ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে। তাই বর্ণটির প্রকৃতি বুঝে উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা অধিকতর ফলপ্রসূ হয়। শুধু 'মূর্ধন্য শ' উচ্চারণের মাধ্যমে চিনতে শেখালে ধীরে ধীরে তারা 'স', 'শ' এবং 'ষ' তিনটির প্রকৃত পার্থক্য বোঝার স্তরে উন্নীত হতে পারে। ফলে বর্ণ-শিক্ষণে ধ্বনিভিত্তিক পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উন্নয়নমূলক সুপারিশ: বর্তমান গবেষণায় সংগৃহীত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করা যেতে পারে, যা প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের বাংলা পঠন দক্ষতা উন্নয়নে সহায়ক হতে পারে।

১) শিক্ষার্থীদের আঞ্চলিক ভাষা সম্পূর্ণ অস্বীকার না করে ধীরে ধীরে মান্য ভাষার সাথে সেতুবন্ধন তৈরি করা প্রয়োজন। এতে শিক্ষার্থীরা সংকোচ কাটিয়ে শ্রেণিকক্ষে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

২) শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক প্রতিযোগিতার মনোভাব এবং মনোযোগ আকর্ষণের প্রবণতাকে বিবেচনায় রেখে বাংলা ভাষাকেন্দ্রিক কুইজ, গল্প বলা, ছড়া আবৃত্তি, শব্দ ও বর্ণ চেনা, বানান এবং রিডিং কার্যক্রমের আয়োজন করা যেতে পারে। এই ধরনের কার্যক্রম পঠনকে আনন্দময় ও অংশগ্রহণমূলক করে তোলে।

৩) শিক্ষানীতির আলোকে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী একটি ছোটো ও বৈচিত্র্যময় পাঠাগার গড়ে তোলার পাশাপাশি বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষকে ভাষা-সমৃদ্ধ পরিবেশ হিসেবে গড়ে তুলতে দেওয়াল লিখন, শব্দতালিকা, বর্ণচার্ট এবং রিডিং কর্ণার তৈরি করা প্রয়োজন। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা অনুযায়ী দলভিত্তিক ভাষা-চর্চামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করলে দুর্বল শিক্ষার্থীরাও ধীরে ধীরে শেখার সুযোগ পাবে। সম্প্রতি প্রকাশিত নীতি আয়োগের প্রতিবেদনেও বিদ্যালয়ভিত্তিক পাঠাগার, রিডিং কর্ণার এবং অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষণ কার্যক্রমকে প্রাথমিক স্তরের ভাষা-দক্ষতা উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৪) শিক্ষকদের ভাষা-সংবেদনশীল শিক্ষণ পদ্ধতি, বহুভাষিক শ্রেণিকক্ষ পরিচালনা, ধ্বনি-উচ্চারণ ও বানান-ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অংশগ্রহণকারী অনেকেরই মতে অনেক সময় প্রশিক্ষণ বাস্তব শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্তভাবে প্রয়োগ করা হয় না এবং প্রশিক্ষণ-পরবর্তী পর্যায়ে বিষয়টির প্রতি 'ফলো-আপ'-এও গুরুত্বের ঘাটতি থেকে যায়। তবে নীতি আয়োগের প্রতিবেদনে উক্ত বিষয়গুলোর প্রয়োগ নিশ্চিত করার বিষয়টি উল্লেখযোগ্যভাবে উঠে এসেছে।

৫) বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষক সংখ্যা, শিক্ষণ-সহায়ক অবকাঠামো এবং দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সহায়ক কার্যক্রম নিশ্চিত করা প্রয়োজন। অনেক বিদ্যালয়েই একজন শিক্ষককে একই সঙ্গে একাধিক শ্রেণিতে পাঠদান করতে হয়। ফলস্বরূপ দুর্বল শিক্ষার্থীদের আলাদাভাবে সময় দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। নীতি আয়োগের প্রতিবেদনে প্রাথমিক স্তরে ভিত্তিমূলক সাক্ষরতা অর্জনের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত শিক্ষক, কার্যকর অবকাঠামো এবং ধারাবাহিক সহায়তা প্রদানের যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শিক্ষানীতিতে বুনিয়াদি বছরগুলিতে দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য রিডিং এনহ্যান্সমেন্ট কার্যক্রমের পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য প্রতিটি স্কুলে যে নোডাল শিক্ষক নিয়োগের কথা বলা হয়েছে তা দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৬) বিদ্যালয় ও অভিভাবকদের মধ্যে সহজ যোগাযোগ তৈরি করে অভিভাবকদের উৎসাহিত করা যেতে পারে, যাতে তারা সন্তানদের নিয়মিত পড়তে উৎসাহ দেন এবং সহজ ভাষায় গল্প বলা ও পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করেন। এতে বিদ্যালয়ের ভাষা শিক্ষণ কার্যক্রম আরও ফলপ্রসূ হতে পারে।

৭) বিদ্যালয়ের বাইরের উৎস থেকেও ভাষা শেখে শিক্ষার্থীরা। সেই উৎসগুলি চিহ্নিত করে (যেমন, স্থানীয় গল্প, লোকভাষা, দৈনন্দিন কথোপকথন এবং সামাজিক অভিজ্ঞতাকে) ভাষা শেখার উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে শিক্ষার্থীরা পরিচিত সাংস্কৃতিক পরিসরের মধ্যে দিয়ে ভাষা শেখার সুযোগ পাবে। যা ধীরে ধীরে তাদের পঠন-দক্ষতা বৃদ্ধি ঘটাবে।

উপসংহার: প্রাথমিক স্তর ভাষা-শেখা ও পঠন-দক্ষতা বিকাশের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়পর্ব। এই পর্যায়ে অর্জিত পঠন-দক্ষতা ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস, আত্মপ্রকাশ এবং সামগ্রিক শিক্ষাজীবনের ভিত্তি গড়ে তোলে। তাই শিক্ষার্থীদের পারিবারিক বাস্তবতা, সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা এবং ভাষাগত পরিবেশকে বিবেচনায় রেখে শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে আরও বাস্তবভিত্তিক ও অর্থবহ করে তোলা প্রয়োজন।

গবেষণায় দেখা গেছে, শিক্ষার্থীদের বাড়ির কথোপকথনের ভাষা ও বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনে ব্যবহৃত মান্য ভাষার ব্যবধান, বহুভাষিক পরিবেশ এবং প্রতিকূল আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট পঠন-দক্ষতা বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। প্রান্তিক অঞ্চলের শিক্ষকরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে নানাবিধ কৌশল প্রয়োগ করলেও অনেক ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত সাপল্য আসে না। এর মূলে রয়েছে অভিভাবকদের জীবন-জীবিকার কঠোর সংগ্রাম। পরিযায়ী শ্রমজীবী পরিবারের সন্তানদের অনিয়মিত উপস্থিতি এবং পিতা-মাতার স্নেহ, পরিচর্যা ও পারিবারিক তত্ত্বাবধানের অভাব শিক্ষকদের একক প্রচেষ্টাকে প্রায়শই বাধাগ্রস্ত করে। অর্থাৎ, শিক্ষার্থীর পঠন-দক্ষতা কেবল একটি ভাষাগত সমস্যা নয়, বরং এটি একটি গভীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটের সঙ্গেও যুক্ত।

পরিশেষে বলা যায়, ভাষাগত বৈচিত্র্যকে সমস্যা হিসেবে না দেখে একে শিক্ষণ প্রক্রিয়ার একটি স্বাভাবিক ও ইতিবাচক উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা প্রয়োজন। উপযুক্ত 'ভাষা-সংবেদনশীল' শিক্ষণ পদ্ধতি, মান্য ও আঞ্চলিক ভাষার সুপরিকল্পিত সেতুবন্ধন এবং অভিভাবকদের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে এই সংকট নিরসন সম্ভব। বর্তমান ক্ষুদ্র পরিসরের এই অনুসন্ধান ভবিষ্যতে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে পঠন-দক্ষতা ও বহুভাষিকতা নিয়ে আরও বিস্তৃত গবেষণার পথ প্রশস্ত করবে বলে আশা করা যায়।

তথ্যসূত্র:

১) Arunkumar. E., Maheswari. P., Tamilarasu. D., Preshnev. S. & Priya Darshini. S., (2025)., "LANGUAGE CHALLENGES FOR REMOTE AND RURAL VILLAGE STUDENTS BARRIERS, EVIDENCE, AND A PRACTICAL STRATEGY TO IMPROVE OUTCOMES", International Journal of Scientific Research and Reviews, Published online 28th October 2025, DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.20251610.0099 (প্রবেশের তারিখ: ০২ মার্চ, ২০২৬)

২) Dakshin Dinajpur District, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Dakshin_Dinajpur (প্রবেশের তারিখ: ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬)

৩) Dakshin Dinajpur Zilla Parishad, https://ddinajpur.nic.in (প্রবেশের তারিখ: ০১ মার্চ, ২০২৬)

৪) Government of India, (2020), National Education Policy 2020.

৫) Government of India, (2026), NITI Aayog, 'School Education System in India: Temporal Analysis and Policy Roadmap for Quality Enhancement', May 2026.

৬) Government of West Bengal, (2023), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষানীতি ২০২৩।

৭) Government of West Bengal, (2023), "বাংলা ভাষা শিখন ও শিক্ষণ", (পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ)।

৮) Patra. Santanu., Dutta. Arnab Kumar & Upadhyay. Papiya., (2021)., "An Analysis on the Educational Awareness of Marginalized Communities of Nayagram Block, Jhargram District, West Bengal", NSOU-OPEN JOURNAL, Vol.4 No.1 (January 2021), http://www.wbnsou.ac.in/openjournals/index.shtml (প্রবেশের তারিখ: ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬)

৯) Pratham Foundation, (2024), Annual Status of Education Report (ASER) 2024, (West Bengal), New Delhi.

১০) Santra. Subhrangsu. & Roy. Argha., "Scope and Challenges of Primary Education among Muslim Community of West Bengal", VISVA-BHARATI, SRINIKETAN, BIRBHUM, WEST BENGAL, April 2019, File No.: F. No. 5- 354/2014(HRP).

১১) TESS-India, Classroom Multilingualism Resource, www.tess-india.in (প্রবেশের তারিখ: ০১ মার্চ, ২০২৬)

১২) UNICEF & PBSSM, FLN Teacher Training Programme.

১৩) Veethi, Image Source, www.veethi.com (ডাউনলোডের তারিখ: ১৩ মার্চ, ২০২৬)

১৪) শ' রামেশ্বর, (বৈশাখ ১৪১৯), "সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা" (চতুর্থ সংস্করণ), পুস্তক বিপনি।

১৫) নাথ মৃণাল, (১৯৮৯), "ভাষা-পরিকল্পনার তত্ত্ব ও তথ্য" (দ্রঃ মহম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত 'সাহিত্য পত্রিকা', তেত্রিশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৯৬), Volume 33, Issue 1. https://www.researchgate.net/publication/404774319_bhasa parikalpanara_tattba_o_tathya

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: এই গবেষণাটি সম্পন্ন করার জন্য দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের যে সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা তাঁদের মূল্যবান অভিজ্ঞতা ও মতামত প্রদান করে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের প্রতি গবেষক আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন। এছাড়াও গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সাধন কুমার সাহা এবং অধ্যাপক ড. সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে মূল্যবান পরামর্শ প্রদানের জন্য গবেষক আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন।

পরিশিষ্ট -১

শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য ব্যবহৃত প্রশ্নমালা

☞ ১ম পর্ব: নির্বাচন

১। আপনার বিদ্যালয়ের ধরন: — গ্রামীণ /শহর / মফস্বল

২। আপনার শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা: ১–৫ বছর / ৬–১০ বছর / ১১–২০ বছর / ২০+ বছর

৩। আপনি বর্তমানে কোন শ্রেণিতে প্রধানত পাঠদান করেন? (একাধিক নির্বাচন করা যাবে) — I / II / III / IV / V

৪। গত ৫ বছরে বাংলা বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কি? — হ্যাঁ / না।

৫। আপনার বিদ্যালয়ে মোট কত শতাংশ শিক্ষার্থী শ্রেণি-উপযোগী মান্য বাংলা সাবলীলভাবে পড়তে পারে? - ২৫% এর কম/ ২৫–৫০% / ৫০–৭৫% / ৭৫% এর বেশি।

৬। শিক্ষার্থীদের পাঠদক্ষতায় প্রধান সমস্যা কোথায়? (একাধিক নির্বাচন করা যাবে) — বর্ণজ্ঞান / কার-ফলা / যুক্তবর্ণ / উচ্চারণ / সাবলীলতা / পাঠ বুঝতে সমস্যা/ অন্যান্য।

৭) আপনি কি শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সময় কখনো আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করেন? — নিয়মিত / কখনো কখনো / প্রয়োজন অনুযায়ী / কখনো না।

৭. ক) মান্য ও আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে সেতুবন্ধন করার বিষয়ে আপনার অবস্থান কী? — সচেতনভাবে করি / পরিস্থিতি অনুযায়ী করি / সচেতনভাবে করি না।

৮) আপনার অভিজ্ঞতায় ভাষাগত পার্থক্য (আঞ্চলিক ভাষা ও মান্য ভাষা) কি শিক্ষার্থীদের পঠন-দক্ষতায় প্রভাব ফেলে? —উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে / কিছুটা প্রভাব ফেলে / তেমন প্রভাব ফেলে না / নিশ্চিত নই। সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন:

৯) মান্য বাংলায় পাঠদানের সময় শিক্ষার্থীরা কোথায় বেশি সমস্যায় পড়ে?(একাধিক নির্বাচন করা যাবে) — শব্দচেনা / উচ্চারণ / অর্থবোধ / বাক্যগঠন।

১০) আঞ্চলিক ভাষায় ব্যাখ্যা দিলে পঠন-বোঝায় পরিবর্তন লক্ষ্য করেন কি? — উল্লেখযোগ্য উন্নতি/ সামান্য উন্নতি /পরিবর্তন নেই।

১১) আপনার বিদ্যালয়ে—

(ক) প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীর আনুমানিক শতাংশ: _____

(খ) আর্থিক ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের শিক্ষার্থীর আনুমানিক শতাংশ: _

১২) বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে কোন ভাষা/রূপে বেশি সাবলীল? — পাড়ায় বা গৃহে ব্যবহৃত কথোপকথনের ভাষা / মান্য বাংলা ভাষা / মিশ্র ভাষা (বাংলা + হিন্দি + ইংরেজি + অন্য ভাষা)

১৩) বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা শিক্ষক-শিক্ষিকার সাথে কোন ভাষা/রূপে বেশি সাবলীল? — পাড়ায় বা গৃহে ব্যবহৃত কথোপকথনের ভাষা / মান্য বাংলা ভাষা / মিশ্র ভাষা (বাংলা + হিন্দি + ইংরেজি + অন্য ভাষা)

১৩.ক) শিক্ষার্থীরা মান্য বাংলা বলার সময় কি আত্মবিশ্বাসে পরিবর্তন দেখা যায়? — আত্মবিশ্বাস কমে /একই থাকে / বৃদ্ধি পায়। | মন্তব্য দিন:

১৪)বিদ্যালয়ে পাঠদক্ষতা উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পিত উদ্যোগ রয়েছে কি?- আছে / নেই।

১৫) বাংলা ভাষায় পঠন দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আপনি প্রযুক্তি (ভিডিও/অডিও) ব্যবহার করেন কি? — নিয়মিত / মাঝে মাঝে / খুব কম / কখনও না।

১৬) আপনার বিদ্যালয়ে কি কোনো পরিযায়ী শ্রমিক সন্তান আছে? — হ্যাঁ / না। কত শতাংশ?.উ:.....

১৭) শিক্ষার্থীরা কি বিদ্যালয়ের বাইরের ভাষা (যেমন ডিজিটাল মাধ্যম, জনপ্রিয় সংস্কৃতি, পার্শ্ববর্তী বাজার ইত্যাদি) থেকে নতুন শব্দ গ্রহণ করছে? — হ্যাঁ / না। | হ্যাঁ হলে, উদাহরণ:..

১৮) আপনার ব্যবহৃত মান্য বাংলার শব্দভাণ্ডার শিক্ষার্থীদের কাছে সর্বদা বোধগম্য হয় কি? — সর্বদা বোঝে / মাঝে মাঝে বুঝতে সমস্যা হয় / প্রায়ই বুঝতে পারে না।

১৮. ক) এমন ২-৩টি শব্দের উদাহরণ দিন যা বুঝতে শিক্ষার্থীরা প্রায়ই ভুল করে:.....

☞ ২য় পর্ব: রেটিং প্রদান

১৯) নিচের প্রশ্নগুলিতে — ১ = সম্পূর্ণ অসম্মত, ২ = অসম্মত, ৩= নিরপেক্ষ, ৪ = সম্মত, ৫ = সম্পূর্ণ সম্মত হিসেবে রেটিং দিন।

- বর্তমান পাঠ্যপুস্তক পাঠদক্ষতা উন্নয়নে যথেষ্ট সহায়ক। — (১) (২) (৩) (৪) (৫)
- শ্রেণিকক্ষের ছাত্রসংখ্যা পাঠদক্ষতা অর্জনে প্রতিবন্ধক। — (১) (২) (৩) (৪) (৫)
- পর্যাপ্ত সময়ের অভাবে দুর্বল শিক্ষার্থীদের আলাদা করে সাহায্য করা যায় না। — (১) (২) (৩) (৪) (৫)

- পাঠ্যবইয়ের ভাষা ও শব্দচয়ন প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের স্থানীয় প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। — (১) (২) (৩) (৪) (৫)

☞ ৩য় পর্ব: উন্মুক্ত প্রশ্ন (আপনার অভিজ্ঞতা ও মতামত সংক্ষেপে লিখুন/বলুন)

২০) প্রাথমিক স্তরে পঠন-দক্ষতা উন্নয়নে ভাষা-সংবেদনশীল কোন কৌশল কার্যকর হতে পারে বলে মনে করেন?

২১) মান্য বাংলা শেখানোর ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি সবচেয়ে ফলপ্রসূ?

২২) আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কী?

২৩) পরিযায়ী শ্রম-সংস্কৃতি বা বহুভাষিক পরিবেশ শিক্ষার্থীদের ভাষা-ব্যবহারে কী প্রভাব ফেলছে?

পরিশিষ্ট -২

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ব্লক ভিত্তিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অভিজ্ঞতা ভিত্তিক বণ্টন

ব্লক	শিক্ষক	শিক্ষিকা	বিদ্যালয়	শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা			
				১ - ৫ বছর	৬ - ১০ বছর	১১ - ২০ বছর	২০+ বছর
১) বালুরঘাট	৩	১	৩	১	১	১	১
২) হিলি	১	০	১	০	১	০	০
৩) তপন	২	১	৩	১	০	১	১
৪) কুমারগঞ্জ	৬	৫	৯	৪	৩	৪	০
৫) কুশমণ্ডি	৪	২	৫	১	২	১	২
৬) বংশীহারি	১	০	১	০	০	১	০
৭) হরিরামপুর	১	০	১	১	০	০	০
৮) গঙ্গারামপুর	৩	০	৩	০	১	০	২
মোট : →	২১	৯	২৬	৮	৮	৮	৬